দামুড়হুদায় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের আয়োজনে শিল্পকলা চত্বরে গত মঙ্গলবার রাত ৮টায় খেলা শুরু হয় এবং আজ বুধবার ভোর সাড়ে ৪টায় খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় ।

দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের কোষাধক্ষ্য আব্দুল মোমিন এর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের উপদেষ্টা ও রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুল আলম উদয়, সাংবাদিক হাবিবুর রহমান হাবিব, বিশিষ্ট সমাজসেবক খাজা মো: আরিফ উদ্দিন, সাফা এন্টারপ্রাইজ এর সত্বাধিকারী তাজ উদ্দিন, দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের সহ-সভাপতি ইমরোজ উদ্দিন খোকন, দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের সভাপতি হায়দার আলী, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান জনি, তরফদার মোস্তাক উদ্দিন, সাবেক মেম্বার আবুল হাসেম।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রবাসী আব্দুর রহমান জসিম, সুমন, মমিন, রাজ্জাক, সবুজ, সোহেল, অন্তর প্রমূখ। খেলায় যে দুটি দল অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন, আরজু আহমেদ রাকিবের দামুড়হুদা হেসেল ঘর এন্ড রেস্টুরেন্ট এবং ঝিনাইদহ কালুহাটির সাহা ব্যাডমিন্টন ক্লাব। খেলায় সাহা ব্যাডমিন্টন ক্লাব চ্যাম্পিয়ন এবং হেসেল ঘর এন্ড রেস্টুরেন্ট রানার আপ হয়।

উক্ত খেলায় রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন চুয়াডাঙ্গার রাসেল আহমেদ এবং দামুড়হুদার শওকত হোসেন। চ্যাম্পিয়ন দলকে ৩০ হাজার টাকা এবং রানার আপ দলকে ২০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

নারী আইপিএলের নিলামে বাংলাদেশের ৯ জন

আগামী ৪ মার্চে থেকে মাঠে গড়াবে নারী আইপিএলের লড়াই। তার আগে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি মেগা নিলাম অনুষ্ঠিত হবে মুম্বাইয়ে। নারী আইপিএলের প্লেয়ার্স ড্রাফটের জন্য ১৫২৫ জন নারী ক্রিকেটার নাম জমা দিলেও নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছে ৪০৯ জন। নারী ক্রিকেটারদের এই নিলামের তালিকায় রয়েছেন বাংলাদেশের ৯ ক্রিকেটারও। এর মধ্যে রয়েছেন জাতীয় দলের ৮ জনসহ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে আলো ছড়ানো তারকাও।

নারী আইপিএলের নিলামের তালিকায় বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে জায়গা পেয়েছেন- নিগার সুলতানা, সালমা খাতুন, জাহানারা আলম, রুমানা আহমেদ, নাহিদা আক্তার, লতা মণ্ডল, সোবহানা মোস্তারি, রিতু মনি। তাদের সঙ্গে আরও রয়েছেন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে সাড়া জাগানো স্বর্ণা আক্তার।

নারী আইপিএলের ক্রিকেটারদের জন্য সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্য ধরা হয়েছে ৫০ লাখ রুপি। সর্বোচ্চ শ্রেণিতে অবশ্য সুযোগ পাননি বাংলাদেশের কেউ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪০ লাখ রুপিতে ড্রাফটে জায়গা পেয়েছেন পেসার জাহানারা আলম আর অলরাউন্ডার সালমা খাতুন।

জাতীয় দলের বাকি ৬ ক্রিকেটারই সুযোগ পেয়েছেন ৩০ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্যে। এছাড়া অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে আলো ছড়ানো ব্যাটার স্বর্ণা আক্তার সুযোগ পেয়েছেন ২০ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্যে।

নারী আইপিএলের ড্রাফটে সর্বোচ্চ ক্যাটাগরিতে জায়গা পেয়েছেন ২৪ জন ক্রিকেটার। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি স্কোয়াডে নিতে পারবে ১৫ জন করে ক্রিকেটার। এর মধ্যে বিদেশি ক্রিকেটার নিতে পারবে ৬ জন করে।

খোঁজ মিলেছে ভূমিকম্পে নিখোঁজ সাবেক চেলসি ফুটবলারের

শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তুরস্ক। এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়ে। নিখোঁজ রয়েছে অসংখ্য মানুষ। নিখোঁজের তালিকায় ছিলো সাবেক চেলসি, নিউ ক্যাসেল ও ঘানার ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ান আতসুর নামও। অবশেষে মিলেছে তার খোঁজ।

বর্তমানে তুরস্কের ক্লাব হাতায়াস্পরে খেলা এই আতসুকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ধ্বংসস্তুপের নিচ থেকে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে এই ফুটবলার।

পর্তুগিজ স্পোর্টস সাইট ‘এ বোলা’র বরাত দিয়ে করা ডেইলি মেইলের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ৩২ বছর বয়সী ক্রিশ্চিয়ান আতসু ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়েছিলো। জরুরি উদ্ধারকর্মীরা সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে। তার ডান পায়ে আঘাত রয়েছে। এছাড়া তার শ্বাসকষ্টের সমস্যা হওয়য়ায়তাতে তৎক্ষণাত হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

আতসুর বপ্ররতমান ক্লাব হাতায়াস্পরের মুখপাত্র মোস্তফা ওজাত জীবিত অবস্থায় আতসুকে উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘তাকে (আতসু) ধ্বংসাবশেষ থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তবে আমাদের (ক্লাবের) আরেকজন পরিচালক এখনও ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে রয়েছেন।’

আতসু যেই ভবনে ছিলেন ভূমিকম্পের কারনে সেটি ভেঙে পড়লে ধ্বঙ্গসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে সে। নিখোঁজ হওয়ার পরই আতসুর সাবেক ক্লাব নিউক্যাসেল এক টুইটবার্তায় তার জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়ে লেখেন, ‘ক্রিশ্চিয়ান আতসুর জন্য প্রার্থনা করুন, যেন কিছু ভালো খবর পাওয়া যায় তার ব্যাপারে।’

গাংনীতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

গাংনী সাহারবাটিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পাথর, বালু ও রডের মান নিম্ন। তাছাড়াও পাথর বালুর মিশ্রণ সঠিক নয়। এ সব অনিয়মের কারণে মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের এমপি সাহিদুজ্জামান নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিলেও ছায়াশক্তির বলে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। তবে সঠিকভাবে ও সমঝোতার মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লোকজন।

জানাগেছে, সারা দেশের ন্যায় স্থানীয় যুবসমাজকে খেলামুখি করতে ও জনগনের দাবীর মুখে সরকার সাহারবাটি ফুলবল মাঠে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়। উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের(২য় পর্যায়) আওতায় মোট পাঁচ কোটি ৫২ লাখ ২২ হাজার ৯৯৯ টাকা ব্যায়ে এ নির্মাণ কাজ পান ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এসএস অ্যান্ড এমটি জয়েন্ট ভেন্সার (জেভি) । যা বাস্তবায়নে রয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। আর এর স্থানীয়ভাবে দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন উপজেলা প্রশাসন। কাজ শুরুর প্রথম থেকেই নিম্নমানের রড পাথর ও বালু ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে।

বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শনে যান এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন। তিনি কাজে অনিয়ম ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের প্রমাণ পান। এসময় তিনি কাজ বন্ধ রাখাসহ নিম্নমানের সামগ্রী সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন।

কয়েকদিন পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আবারো কাজ শুরু করেন ওই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে। সাদা পাথরের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে কালো পাথর যা অত্যন্ত নিম্নমানের। এছাড়াও যে সমস্ত সাদা পাথর স্তুপ রাখা হয়েছে তা ব্যবহারে অযোগ্য। ২.৫ এফএম বালু ব্যবহার করার নির্দেশনা থাকলেও লোকাল বালু ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই সাথে মিশ্রণটি সঠিক পরিমাপের নয়। স্থানীয় লোকজন একাধিকবার অভিযোগ করলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কোন কর্ণপাত করছেন না।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, লোকাল বালুর সাথে সিমেন্ট ও পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। ফান্না ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও বাশের তৈরী ঝুড়ি ব্যবহার করায় পাথর বালু ও সিমেন্টের পরিমাপ আনুপাতিকহারে সঠিক হচ্ছে না। তাছাড়া রডের ব্যবহার হচ্ছে নিম্ন মানের। এর পরিমাপও সঠিক নয়। বালু ওয়াশ করার করা থাকলেও তা করা হচ্ছে না। ধুলা মিশ্রিত বালু ব্যবহার হচ্ছে।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কয়েকজন জানান, কাজ শুরুর প্রথম দিকে যে রড বালু ও পাথর আনা হয়েছিল তা নিম্নমানের হওয়ায় এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন নির্মাণকাজ দেখতে আসেন এবং অনিয়মের কথা বলে মালামাল সরিয়ে নেয়ার আদেশ দেন। এর মধ্যে ওই পাথর বাদ দিয়ে কালোপাথর দিয়ে কাজ শুরু করতে বলায় নতুন করে কালো পাথর আনা হয়েছে কিন্তু কালো পাথর ব্যবহারের নির্দেশনা নেই। তবে ব্যবহারের অযোগ্য মৃত পাথরগুলো সরানো হয়নি। তাছাড়াও যে রডের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তা এমপি সাহের অনুমতি নিয়ে বিশেষভাবে কাজ চলছে। পরবর্তীতে নতুন করে রড আনা হবে।
শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের কনসালটেন্ট সাদ্দাম হোসেন বালু ওয়াশ করা হয়েছে বলে দাবী করে জানান, নিয়মানুযায়ি কাজ করা হচ্ছে তবে নিম্নমানের পাথর সরিয়ে নেয়া হবে। তাছাড়া সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের নির্দেশে কালো পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে বালু পাথর ও সিমেন্টের আনুপাতিক হার সঠিক না হওয়ার ব্যাপারে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) রনি খাতুন জানান, স্টেডিয়াম নির্মানে কোন দুর্ণীতি সহ্য করা হবে না। সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

বন্ধ কাজ পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে সাহিদুজ্জামান খোকন এমপির কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ শুরুর কারণে কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পাথর ও বালু পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানানোর পর কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। তবে যেহেতু রড গেঁথে তার কাজ শুরু করা হয়েছে সেটি পরিবর্তন সহজ নয় এবং পরে উন্নত মানের রড ব্যবহারের শর্ত দেয়া হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

সূত্র: ইত্তেফাক

দামুড়হুদায় সুপার সেভেন ফুটবল লীগের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সুপার সেভেন ফুটবল লীগ ২০২২এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলায় ইমান ফল ভান্ডার একাদশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

শনিবার বিকালে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। ইমান ফল ভান্ডার একাদশ ও সোনালী অতিত মুখোমুখি হয়। খেলায় ইমান ভল ভান্ডার একাদশ ১-০গোলে সোনালী অতিত কে পরাজিত করে। খেলা শেষে পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউ স্টার ক্লাবের সভাপতি শাহীন উদ্দীন, দামুড়হুদা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হালিম ভুট্ট, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের অফিস সহকারী মশিউর রহমান।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক খেলোয়াড় লুৎফর রহমান, এনামুল হক প্রমুখ। ম্যাচ সেরা পুরষ্কার পান সাইদ, টুর্নামেন্টের সেরা সুমন। খেলা পরিচালনা করেন ইউসুফ আলী, সহকারী ছিলেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান খোকন, ইখতিয়ার হোসেন, নুরুল ইসলাম।

দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজনে খেলাটির সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সহিদ আজম সদু।

আশা করছি খুব দ্রুত মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মামলা নিষ্পত্তি হবে – যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপি বলেছেন,সম্প্রতি বডিবিল্ডার ফাইনালে অসন্তোষসহ দেশে খেলোয়াড়দের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে ‘আমাদের তালিকাভুক্ত ৫৩টি ইভেন্ট ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। এতে হাজার হাজার খেলোয়াড় রয়েছে। সেখানে বডিবিল্ডারের মতো একটি ইভেন্টের রেজাল্ট নিয়ে ঘটনাটি বিছিন্ন এবং অনাকাঙ্ক্ষিত।’
দেশে ফুটবল ও ক্রিকেটসহ সব ধরনের ক্রীড়ার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ নিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘দেশে মাঠের সংখ্যা কমে যাওয়ায় খেলাধুলা কমে গেছে। আবার মামলা জটিলতার কারণে অনেক ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন দীর্ঘদিন হয়নি। এজন্য মেহেরপুরসহ জেলা পর্যায়ের ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে সক্রিয় করতে যে সমস্ত ক্রীড়া সংস্থায় নির্বাচন ঝুলে আছে, সেগুলোর নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্থর উদ্বোধন কালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ফুটবলের গণজাগরণ নিয়ে তিনি বলেন, আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করেছি। বিশ^বিদ্যালয়গুলোতে ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। স্কুল ও কলেজগুলোতেও আমরা ফুটবল টুর্নামেন্ট চালুর প্রক্রিয়া নিচ্ছি। ক্রমান্বয়ে এভাবেই দেশে ফুটবলে আবার গণজাগরণ সৃস্টি হবে।

এর আগে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে ২০ কোটি ৯ লাখ টাকা ব্যয়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের ভিত্তি প্রস্থর কাজের উদ্বোধন কাজের ফলক উন্মোচন করেন। এসময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনএমপি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির সভাপতিত্বে ভিত্তি

প্রস্থর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্র জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালাম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদ এম এ খালেক, আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি প্রিয় কাজ এবং সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন যে প্রকল্পটিকে সেটি হলো শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম প্রকল্পকে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সারাদেশের ১৮৬টি উপজেলায় এক যোগে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের কাজ চলছে। খেলাধুলার মান উন্নয়নে জেলা স্টেডিয়াম ছিলো, বিভাগীয় স্টেডিয়াম ছিলো কিন্তু উপজেলা স্টেডিয়াম ছিলো না। ফলে তৃণমূলে যাতে খেলাধুলার মান উন্নয়ন করা যায়। সেকারণে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বিপিএলের মাঝেই ওমরাহ করতে গেলেন সাকিব

বিপিএলের মাঝে হঠাৎ করেই ওমরাহ হজ পালন করতে সৌদি আরব গেলেন ফরচুন বরিশালের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। শুক্রবার (৩ ফেব্রুয়ারি) রাতেই সৌদির উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছেন সাকিব।

৪-৬ ফেব্রুয়ারি সাকিবের দল বরিশালের খেলা নেই। এই সুযোগেই হঠাৎ করেই ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদিতে গেলেন সাকিব। শুক্রবার রাত সাড়ে ১২ টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন সাকিব। ওমরাহ পালন শেষে সোমবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দেশে ফেরার কথা বরিশালের অধিনায়কের।

ফরচুন বরিশালের মিডিয়া ম্যানেজার সিকান্দার আলী সাকিবের ওমরাহ পালনের কথা নিশ্চিত করে গণমাধ্যমের কাছে জানান, ৭ তারিখের আগে

যেহেতু দলের খেলা নেই, সে কারণেই ফাঁকা সময়টাতে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি গেলেন সাকিব। ওমরাহ শেষে ৬ তারিখ রাতেই দেশে ফিরে আসার কথা তার। দেশে ফিরে ৭ তারিখ কুমিল্লার বিপক্ষে মাঠেও নামার কথা সাকিবের।

ইতোমধ্যেই বিপিএলের শেষ চার নিশ্চিত করে ফেলেছে সাকিবের দল ফরচুন বরিশাল। ১০ ম্যাচ এ১৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বরিশাল। গ্রুপ পর্বের শেষ দুই ম্যাচে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের বিপক্ষে ৭ ফেব্রুয়ারি এবং খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে ১০ ফেব্রুয়ারি মাঠে নামবে সাকিব আল হাসানের দল।

বরিশালের হয়ে এবারের বিপিএলে ব্যাট হাতে দারুণ ফর্মে রয়েছেন সাকিব। এখনও পর্যন্ত ৩৪৭ রান করেছেন তিনি। বল হাতে খুব বেশি উজ্জ্বল না হলেও ৬টি উইকেট নিয়েছেন এই তারকা।

সূত্র: ইত্তেফাক

মেহেরপুর “পুলিশ সুপার কাপ’ আন্তঃ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে পুলিশ সুপার কাপ আন্তঃ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৩ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে মেহেরপুরে পুলিশ লাইনস মেহেরপুর জেলা পুলিশ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজন করে।

টুর্নামেন্টে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক এর নেতৃত্বে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম,মুজিবনগর থানা পুলিশের টীম,সদর থানা পুলিশের টীম পুলিশ সুপার কার্যালয়ের টীম,জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের টীমসহ মোট ২৪ টি দল অংশ গ্রহন করে।

১২ টি দলে ভাগ হয়ে টানটান উত্তেজনাকর খেলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এডমিন) জামিরুল ইসলামের টীম অন্যদিকে তার ড্রাইভার কাউছার ও

কম্পিউটার অপারেটর জাহিদ ফাইনালে ওঠেন। শ্বাসরুদ্ধকর খেলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এডমিন জামিরুল ইসলামের দলকে হারিয়ে কাউছার ও জাহিদের টীম চ্যাম্পিয়ন হয়।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও পুরুস্কার তুলে দেন। জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ সুপার কাপ আন্তঃ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগীতা সাধুবাদ জানিয়েছেন সুধী মহল। এমন আয়োজন পুলিশের সকল সদ্স্যদের মধ্যে আনন্দ জুগিয়েছে এবং প্রতিবছর আয়োজনের দাবী করেছেন।